রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৩ মে, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

নং.০২ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৩-০১-১৪১৭ বাং মোতাবেক ০৬-৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০১০ সনের ২ নং অধ্যাদেশ

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প ও সেবা খাতের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা এবং পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প ও সেবা খাতের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা এবং পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে ;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল অধ্যাদেশ, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) **'পর্যটন'** অর্থে মানুষের স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থান ব্যতীত বিনোদনসহ অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে গমণ করিয়া অনধিক ১ (এক) বৎসর অবস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকান্ডকে বুঝাইবে;

(২) **'পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা'** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা;

(৩) **'বিধি'** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪) **'বিশেষ পর্যটন অঞ্চল'** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত বিশেষ পর্যটন অঞ্চল;

(৫) **'ব্যক্তি'** অর্থে আইনগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা।**—(১) পর্যটন শিল্প রহিয়াছে অথবা পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন কোন এলাকাকে চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বিধি দ্বারা পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় যে কোন ধরনের কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

৫। **বিশেষ পর্যটন অঞ্চল।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার নিজ উদ্যোগে অথবা বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬। **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ ও বিনিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনানুগ বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়নকল্পে দেশী বা বিদেশী উদ্যোগে, দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে, সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে অথবা সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে সরকার বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা অথবা বিশেষ পর্যটন অঞ্চল হইতে কোন স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয় জড়িত থাকিলে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত উক্তরূপ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখঃ ২৩-০১-১৪১৭ বঙ্গাব্দ
০৬-৫-২০১০ খ্রিস্টাব্দ

মোহাম্মদ শহিদুল হক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd